

যাবতীয়. কর্মেরে তিনিই একমাত্র কর্তা

শ্বতোশ্বতর বলছেন :----

“যনোবৃত্তং নতিযমদিং হি সর্বং জ্ঞঃ কালকারাণ্যে গুণী সর্ববদি যঃ । তনেশেতিং কর্ম
ববির্ততে হ পৃথপতজেঃ অনলিখানি চিন্তি” ॥৬/২॥

এই লোকোলাকে , বশিষচরাচররে প্রতটি অণু - পরমাণুতে তিনি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে
আছেন । সাময়িকভাবে নয় , নতিয □ নতিযমতিভাবে আছেন ।

তিনি জ্ঞাতা □ জ্ঞানরে অধীশ্বর ,

তিনি কালকার □ তামেরা যে কাল বা নতিযেরি কথা বলছ , তিনি সেই কালরেও কর্তা ,
প্রবর্তক ।

গুণময়. সর্ববদি □ তার অগাচেরে কিছুই নাই । যাবতীয়. কর্মেরে তিনিই একমাত্র কর্তা ।
কৃতি, অপ , তজে , বায়ু , আকাশ □ এই যে পাচটি বস্তু তারই চিন্তার প্রকাশমাত্র ,
সব তারই লীলা - বলিাস । এই পঞ্চভূতকে নতিযে তিনিই সৃষ্টি - স্থিতি - লয়রে খলো
খলেছেন ।

আবার বলছেন

“তৎ কর্ম কৃতা বনিবিত্ত ভূয়ঃ তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমত্বে যাগে । একেন দ্বাভ্যাং
ত্রিভিষ্টিভির্বা কালেন চবৈতমগুণশ্চৈব সূক্ষ্মৈঃ” ॥৩॥

পৃথিবী থেকে শুরু করে পরমেশ্বর সব কিছু তাই সৃষ্টিকরলেন । সবই তাই জড়. বস্তু । তার
জড়ত্ব দূর করে দিতে না পারলে কতিবাই বা লীলাবলিাস সম্ভব ? তাই তিনি সব দিক
পর্যালোচনা করে মূল তত্ত্ব অর্থাৎ উপাদান কারণগুলোকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করলেন
। সেই উপাদান কারণগুলো এক , দুই , তিনি করে আট রকম । ককি ?

মাটির সঙ্গে মাটির উপাদান , জলের সঙ্গে জলের উপাদান , এভাবে তজে , বায়ু , আকাশ
প্রত্যেকেরে সঙ্গে প্রত্যেকেরে উপাদান যাগে করে তাই দলিনেই , সেই সঙ্গে দলিনে আরও
তিনটি □ মন , বুদ্ধি , অহঙ্কার ।

সৃষ্টিমুহুর্তে যে প্রকৃতি ছিল জড় , এই আটটিকে পেয়ে তার জড়ত্ব দূর হয়ে গেলে ,
প্রাণচাঞ্চল্য নতিযে মায়াবী হয়ে উঠল । একটা স্বতন্ত্র সত্তা নতিযে লীলাচাঞ্চল্য হয়ে
উঠল ও ওঠাই স্বাভাবিক । কারণ এই আটটি হল ঈশ্বরের মায়াশক্তি ।

তারপর ঈশ্বর নিজের এই মায়াবী প্রকৃতির লীলাকে উপভোগে করার জন্য কালকে নতিযে
আত্মার সঙ্গে অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে খুব সূক্ষ্মভাবে থেকে গেলেন ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার “জ্ঞান-বজ্রজ্ঞান যাগে” ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তার শিষ্য অর্জুনকে
আরও স্পষ্টভাবে বলছেন,

“ভূমি , জল , বায়ু , অগ্নি , আকাশ , মন , বুদ্ধি ও অহঙ্কার □ এই আট প্রকারে আমার
ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভিক্ত ।

হে অর্জুন ! এই নকৃষ্টি প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টি প্রকৃতি রয়েছে ।
সেই প্রকৃতি চৈতন্য - স্বরূপা ও জীবন্ততা ; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নঃসূত হয়ে
এই জড়. জগৎকে ধারণ করে আছে । আমার এই উভয়. প্রকৃতি থেকে জড়. ও চৈতন্য সব কিছু
উৎপন্ন হয়েছে ।

অতএব নিশ্চিন্তভাবে জেনে রেখো যে , আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল
কারণ” । (গীতা ৭/৪-৬)